ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ।। আবারো আন্দোলন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ১৪ই জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ ৮০ এবং ৮২ বাতিল করে ৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ কার্যকর করার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীগণ দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করে আসছিল। আন্দোলন চলাকালীন সময়ের এক পর্যায়ে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ হায়াৎ মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমানকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিলে তখন আন্দোলন অন্যদিকে মোড় নেয়। সব কয়টি ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষক সমিতি উপাচার্যের অপসারণ দাবী করে। ছাত্র ও শিক্ষকরা উপাচার্যের চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহাল, ৭৩-এর অধ্যাদেশ চালু করার দাবীতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুললে বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। এমনই এক পরিস্থিতিতে গত ১৭ই জুন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামকে অপসারণ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আঃ হামিদকে পরবর্তী চার বছরের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেন। অধ্যাপক হামিদকে নিয়োগ দানে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ডঃ হাছিদ একটি রাজনৈতিক দলের সাথে সরাসরিভাবে জড়িত। এই অভিযোগ এনে বিভিন্ন সংগঠন উক্ত নিয়োগের বিরোধিতা করে। অপরদিকে জামায়াত-শিবিরসহ একটি ছাত্র সংগঠন তাকে অভিনন্দিত করে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা সাবেক উপাচার্যের অপসারণ চাইলেও একজন বিতর্কিত ও স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তিকে ভিসি হিসেবে কোন দিন চায়নি।

কারণ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি স্বাধীনতা বিরোধী ডঃ মোমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করে বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের সহযোগিতায় বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি, অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও মাদ্রাসার কোটা বাতিল করে একটি পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেছে।

অধ্যাপক হামিদকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দানের সাথে সাথে স্বাধীনতা বিরোধী মহলটি আবারও সোচ্চার হয়ে উঠছে। এই মহলটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আবারো ইসলামের ছদ্মাবরণে স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের ঘাঁটি বানানোর হীন চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ আশা করেছিল নতুন উপাচার্য নিরপেক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র সংগঠনকে সমান চোখে দেখবেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই উপাচার্য অধ্যাপক হামিদ ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে বিতর্কিত হয়ে উঠেছেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, উপাচার্য শুধুমাত্র দু'টি ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে যখন তখন বৈঠক করছেন। এতে ভিসির নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝেও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। কারণ যে শিক্ষক সমিতি গঠনের জন্য দেশবরেণ্য সাহিত্যিক বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হায়াৎ মাহমুদ ও ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হায়াৎ মাহমুদ ও মুস্তাফিজুর রহমানকে বর্তমান ভিসি এখনো ফিরিয়ে নেননি। নিজের জীবনের চাকরির মায়াকে উপেক্ষা করে যে হায়াৎ মাহমুদ ও মুস্তাফিজুর রহমান শিক্ষক সমিতি গঠন করেছিল শিক্ষক সমিতির কতিপয়

৪-এর পাতায় দেখুন

উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ

৬ এর পাতার পর

শিক্ষকদের একটি অংশ মনে করেন। সাবেক ভিসির আমলে অগণতান্ত্রিকভাবে বরখাস্তকৃত সকল শিক্ষককে চাকরিতে পুনর্বহাল না করায় ছাত্রদের মাঝেও চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। সাবেক ভিসির সময় শিক্ষকদের ইস্যুকে কেন্দ্র করেন স্বাধীনতা বিরোধী মহলসহ দুই একটি সংগঠন। তখন কোমর বেঁধে আন্দোলনে নেমেছিল এবং ভিসির অপসারণ দাবী করেছিল। তার অফিসে পর্যন্ত তালা লাগিয়ে দিয়েছিল আর হায়াৎ মাহমুদ এবং মুস্তাফিজুর রহমানসহ শিক্ষকদের বরখাস্ত করার পরই প্রগতিশীল সকল ছাত্র সংগঠন ভিসির অপসারণ দাবী করে আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ভিসি সিরাজুল ইসলামের অপসারণের পর শিবিরসহ অন্য একটি সংগঠন শিক্ষকদের পুনর্বহালে এখন আর কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আন্দোলনের মুখোশধারী এই সংগঠনগুলোর লক্ষ্যই ছিল শিক্ষকদের বরখাস্ত ইস্যু করে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামকে অপসারণের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার বিপক্ষের তাদের পছন্দের কোন ব্যক্তিকে উপাচার্য করা। বর্তমান সরকার তাদের চাহিদা অনুযায়ী একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে উপাচার্য নিয়োগ করেছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক হামিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জিয়া পরিষদের সাথে জড়িত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি জামায়াতে ইসলামীর উচ্চ পর্যায়ের নেতা।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ইতিমধ্যেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ হায়াৎ মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ মুস্তাফিজুর রহমানসহ এর আগে বরখাস্তকৃত শিক্ষক ডঃ আঃ রব, আকরাম হোসাইন, মোশাররফ হোসেন, আইনুল ইসলাম, নাজমুল কাইউম আলী নূর, আবুল কালাম, তাহের আহমেদ, ক্রীড়া শিক্ষক ইয়াহিয়াসহ সকল শিক্ষক-কর্মকর্তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবীতে সভা-সমাবেশ ও স্মারকলিপি পেশ করেছে। ছাত্রলীগ তাদের ৭ দফা পূরণ না করলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে। অভিজ্ঞমহলের ধারণা, অবিলম্বে চাকরিচ্যুত সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পুনর্বহাল না করলে এবং প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু না করলে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটতে পারে।

দৈনিক খবর
তারিখ ... 15 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...